দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ..... 3 JUL 2003
পৃষ্ঠা ...১৪... কলাম ...২...

মানিকগঞ্জে সদ্য সমাপ্ত শিক্ষা কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতি

কয়েক লাখ টাকা লুট চলছে, কালোকে সাদা বানানোর প্রক্রিয়া

মানিকগঞ্জ, ২ জুলাই, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির মধ্য দিয়ে মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলার সাক্ষরতা উত্তর শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। শিক্ষাদানের নামে ফাঁকিঝুকি আর শিক্ষা উপকরণের টাকা-পয়সা হয়েছে লুটপাট। ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি নগণ্য হলেও হাজিরা দেখানো হয়েছে প্রায় শত ভাগ। হাজিরা অনুযায়ী টেন্ডার দিয়ে কেনা খাতা, কলম বিতরণ দেখিয়ে লুটপাট করা হয়েছে কয়েক লাখ টাকা। এই ওপেন সিক্রেট দুর্নীতিকে এখন কাগজ কলমে সাফ সুরত দেখানোর প্রক্রিয়াটিও চলছে দ্রুতগতিতে।

প্রদীপ্ত মানিকগঞ্জ নামে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন (টিএলএম) কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্যায়ে দৌলতপুর উপজেলায় সাক্ষরতা উত্তর শিক্ষা কার্যক্রম গত ১লা এপ্রিল শুরু হয়ে ৩০ জুন সমাপ্ত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, দৌলতপুর উপজেলার ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সী ৩৭ হাজার ২শ' ছাত্রছাত্রী নিয়ে এই কার্যক্রম শুরু হয়। মোট কেন্দ্র ছিল ২৪৮টি। অন্যান্য উপকরণের মধ্যে প্রতিছাত্র ছাত্রীর জন্য একটি খাতা, একটি কলম ও প্রতিকেন্দ্রে ১৫ প্যাকেট চক সংগ্রহ করা হয় ঠিকাদারের মাধ্যমে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহযোগিতায় ঠিকাদার ঐ সমস্ত উপকরণ সরবরাহে ব্যাপক কারচুপি করেছে। টেন্ডারের শর্ত অনুযায়ী সাদা কর্ণফুলী কাগজ এবং ২০ সে.মি. ×১৬ সে.মি. সাইজের ৪৮ পৃষ্ঠার খাতা সরবরাহের কথা। প্রতিটি খাতার উপরে থাকবে কর্মসূচীর নির্ধারিত মুদ্রিত শব্দ। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের সরবরাহ করা খাতা পরীক্ষা করে দেখা গেছে, নিম্নমানের মাত্র ১২ পৃষ্ঠা কাগজ দিয়ে ঐ সমস্ত খাতা বানানো হয়েছে। একই অবস্থা কলমের ক্ষেত্রেও।

এদিকে, ১লা এপ্রিল থেকে কার্যক্রম শুরু হলেও ঠিকাদারের কার্যাদেশে দেখা যায়, ঐ সমস্ত সামগ্রী ১৩ এপ্রিলের মধ্যে সরবরাহের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।